

বর্তমান যুগে চাকরি, কাজের সময়সূচী, বেতন ইত্যাদির দাসত্ব একজন মুসলিমের ভিতর এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি করে, যা তাকে সবসময়ের জন্য একজন কাফিরের অনুগত করে দেয়। সে ঐ ক্ষমতা ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে পারেনা, যেভাবে একজন মুসলিমের বাঁচা উচিত এবং অনুভব করা উচিত। বিষয়টি এরকম যেন, বিলাল (রা) এর কোনদিন স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ছিলনা এবং মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং জিহাদ, জিজিয়া ও গণিমতের আয়াতগুলো মুসলিম উম্মাহের নবীর (স) উপর কোনদিন নাযিল হয়নি। অথচ যখন আপনি সাহাবাদের (রা) হিজরত ও জিহাদের পরবর্তী অবস্থা তুলনা করবেন, দেখতে পাবেন যে, দুনিয়া তাদের নিকট নিজ থেকে চলে এসেছিল, দুনিয়ার লেজুরবৃত্তি ছাড়াই। তারা তাদের জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তাই না চাইলেও দুনিয়া তাদের কাছে চলে এসেছিল।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করতে পারতে তবে তোমরাও অবশ্যই রিযক পেতে যেমন পাখিরা রিযক পেয়ে থাকে। ওরা সকালে খালি পেটে যায় বের হয়ে আর বিকালে ফিরে আসে ভরপেটে। [ইবনু মাজাহঃ ৪১৬৪ (ইফা), সুনান তিরমিজীঃ ২৩৪৭ (ইফা)] আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, যার চিন্তা চেতনা থাকে আখিরাতকে নিয়ে, আল্লাহ তার বিষয়গুলোকে সুরাহা করবেন এবং তার অন্তরে সফলতা দান করবেন। অনিচ্ছা সত্বেও দুনিয়া তার কাছে চলে আসবে। যার চিন্তা চেতনা দুনিয়াকে নিয়ে, আল্লাহ তার বিষয়গুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন এবং তার দৃষ্টিতে দারিদ্রতা স্থাপন করে দিবেন। দুনিয়ার কোন কিছুই তার কাছে আসবেনা, সেটা ছাড়া যা তার জন্য অবধারিত আছে। [তিরমিযীঃ ২৪৬৮ (ইফা), ইবনে মাজাহঃ ৪১০৫ (ইফা), সিলসিলা সহীহাহঃ ৯৪৯, ৯৫০] উমার ইবনে আব্দিল আযীয (রহ) বলেন, যদি তুমি আখিরাতকে দেখাশুনা কর, তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়াবী বিষয়গুলো দেখাশুনা করবেন। [কিতাবুল ইখলাসঃ পৃষ্ঠা-৫০]

রাসূল (স) বলেন, “যখন তোমরা ব্যাবসা-বাণিজ্যে ডুবে যাবে, গরুর লেজের পিছনে পড়ে থাকবে, কৃষিকার্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে আর আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দুর্দশা আপতিত করবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তা তুলে নেয়া হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রকৃত দ্বীন (অর্থাৎ ইসলামে) ফিরে আসবে।” [আবু দাঊদঃ ৩৪২৬ (ইফা); সহীহ আল-জামীঃ ৬৮৮; মুসনাদে আহমাদঃ ৪৮২৫]

রাসুল (স) জিহাদ ছেড়ে দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকার প্রতি সতর্ক করেছেন। আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাঙ্গলের হাল এবং কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি নাবী (স) কে বলতে শুনেছি, এটা যে সম্প্রদায়ের ঘরে প্রবেশ করে, আল্লাহ সেখানে অপমান প্রবেশ করান। [সহীহ বুখারীঃ ২১৭০ (ইফা), সিলসিলা সহীহাহ-১০] যখন উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) শুনলেন যে, সাহাবীগণ জর্ডানে গণীমত হতে প্রাপ্ত উর্বর জমি কর্ষণে ব্যস্ত, শস্য ঘরে তোলার ভরা মৌসুম পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপর সমস্ত ক্ষেত-খামার আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কতিপয় সাহাবা অভিযোগ করতে আসলে তিনি বললেন, “এ ধরনের কাজ আহলে কিতাবগণ করে, তোমাদের কাজ হল আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং তাঁর দ্বীনকে প্রচার করা”।

আল্লাহর রাসুল (স) দুনিয়ার চিত্তবিক্ষেপকারী জিনিসসমূহ ও দুনিয়ায় ব্যস্ততা তৈরিকারী বিষয়সমূহের উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ কৃষিকাজ, সুদী ব্যবসা আল-আইনিয়া, শিল্প-কারখানা এবং ভূমি ও দালান। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য গাণীমাহ হালাল করেছেন। তিনি বলেন, সুতরাং তোমরা খাও যে তাইয়্যিব হালাল বস্তু গাণীমাহ অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল। [আল-আনফাল: ৬৯] আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ফাই হিসেবে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। [আল-হাশর: ৬] ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, “কুফফারের থেকে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নেয়া মাল হল গাণীমাহ। আর যুদ্ধ ছাড়া আহরিত মাল হল ফাই। [মাজমু আল- ফাতওয়া]

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, অন্ধকার রাতের মত দুর্দশা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই দুর্দশা থেকে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি বেঁচে থাকতে পারবে, যে একটি উঁচু পাহাড়ে অবস্থান করবে ও তার ভেড়ার দুধ পান করে বেঁচে থাকবে। অথবা যে বড় রাস্তা (শত্রুদের সামনের ফ্রন্টলাইন) অতিক্রম করেছে, যে তার ঘোড়ার কেশ ধরে থাকে এবং তার তরবারি (মাধ্যমে অর্জিত খাবার) থেকে খায়। [মুসতাদরাক আল হাকিম, হাদিস সহীহ]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে তার জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম। যখনই শত্রুর উপস্থিতি বা শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার শব্দ শুনতে পায় তখন সে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে দ্রুত বের হয়ে পড়ে এবং যথাস্থানে পৌঁছে শত্রু নিধন ও শহীদ হওয়ার মর্যাদা সন্ধান করে। অথবা যে ব্যক্তি তার মেষপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বাস করে যথারীতি নামায কায়েম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাকে তার

জীবনযাত্রাই সর্বোত্তম। এই ধরনের লোক সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকে। [সহীহ মুসলিমঃ অধ্যায়ঃ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন, হাঃ ৪৭৩৬ (ইফা), ইবনে মাজাহঃ ৩৯৭৭ (ইফা), মুসনাদে আহমাদ ৮৮৯৭, ৯৪৩০] ইমাম নববী (রহ) বলেনঃ অর্থাৎ জীবন ধারণের সবচেয়ে উত্তম অবস্থা হল এমন ব্যক্তির যে (লাগাম) ধরে থাকে। [শারহু মুসলিম] ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, অর্থাৎ জীবনধারণের সবচেয়ে সম্মানিত পন্থা হল জিহাদ। [মুফহিম]

রাসূল (স) বলেন, "আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে তরবারী হাতে এ উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করা হবে, আর আমার রিযিক আসে আমার বর্শার ছায়া হতে, আর যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপমান (আর লাঞ্ছনা) তাকদীরে নির্ধারিত হয়েছে, আর যে কেউ তাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন"। [মুসনাদে আহমাদ, ৪৮৬৯, (সনদ সহীহ); সহীহ আল জামে, ২৮৩১] ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, ফাই (যা যুদ্ধ ছাড়া অর্জিত হয়) "আমার রিযিক আসে বর্শার ছায়া হতে" এর অর্থের মধ্যে পড়ে; অন্যান্য যত রকমের গনিমতের চেয়ে যেহেতু উলামাগন এই হাদিসের ব্যাখ্যায় তা উল্লেখ করেছেন। এই সম্মানিত রিযিক একজনকে দাসত্ব থেকে বাঁচতে সাহায্য করে, ইবাদাত, জিহাদ ও দ্বীনের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে সে তার জীবন তার মালিকের জন্য উৎসর্গ করতে পারে। অথচ চাকরির জন্য কারও জীবন উৎসর্গ করা, যদি তার মনিব কাফির হয়, তা তাকে অপমানের দিকে ধাবিত করে যা একসময় তাকে ছাড় দিতে বাধ্য করবে, যা কুফর মিশ্রিত জটিল হীনতার পড়ে আসে। বরং এই কারণে আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, কাফির মনিবের অধীনে চাকরি করা ঘৃণিত কাজ। [ফাতহুল বারী, খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ৪৫২]

সুতরাং উত্তম রিযিক হল তাই, যা রাসুল (স) এর রিযিক, অর্থাৎ গণিমত। ইবনে আব্দিল বার (রহ) বলেন, "উলামাদের ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে যে, সবচেয়ে উত্তম আয় হল গণিমত। [বাহজাত-উল মাজালিশ]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেন, "যদি এটা বলা হয়, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও হালাল আয়ের উৎস কী? সঠিক মত হল যে, সবচেয়ে হালাল আয় হল সেটা, যা আল্লাহর রাসুলের (স) রিযিক ছিল। এটা হল গানিমিনের (গণিমত উপার্জনকারী) আয়, যা শরিয়তে তাদের জন্য জায়েজ করা হয়েছে। কুরআনে অন্য সবকিছু থেকে এই আয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। এর অধিকারী মানুষকে এমন ভঙ্গিমায় প্রশংসা করা হয়েছে, যা অন্য কোন মানুষকে করা হয়নি। এই কারনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও খাতামুন নাবিয়্যিন এর জন্য এই আয়কে নির্বাচিত করেছেন। তিনি (স) বলেন - "আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে তরবারী হাতে এ উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করা হবে, আর আমার রিযিক আসে আমার বর্শার ছায়া হতে, আর যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপমান (আর লাঞ্ছনা) তাকদীরে নির্ধারিত হয়েছে, আর যে কেউ তাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন"। এটা সেই রিযিক যা শক্তি, সম্মান ও আল্লাহর শত্রুদের করায়ত্ত করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটাকে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস করা হয়েছে এবং তাই অন্য কোন রিযিক এর সামনে দাঁড়াতে (তুলনার ক্ষেত্রে) পারবেনা। আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন। [যাদুল মা'আদ]

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন মক্কা থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে মক্কায় ফেরত দেওয়া হলো। সে সময় আবু বছীর (রাঃ) মদীনাতে পালিয়ে আসেন। তখন কাফিরদের পক্ষ থেকে দুজন দূত তাকে নিতে আসলে রসুলুল্লাহ (স) তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেন। পথিমধ্যে তিনি তাদের একজনকে হত্যা করেন এবং আবার মদীনাতে ফিরে আসেন। তাঁকে দেখে রসুলুল্লাহ (স) বলেন, 'কি আশ্চর্য! এ তো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্ষম। যদি এর সাথে কেউ থাকতো!' এ কথা শুনে আবু বছীর (রাঃ) বুঝতে পারেন যে, তাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাই তিনি পালিয়ে গিয়ে সিফাল বাহর নামক এলাকাতে অবস্থান নেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা একেরপর এক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে আবু বছীর (রাঃ) এর সাথে মিলিত হতে থাকেন। তারা মক্কার যে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলার কথা শুনলে তার উপর হামলা করে তাদের হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নিতেন। পরে কুরাইশরা রসুলুল্লাহর (স) নিকট পত্র লিখে সন্ধির উক্ত শর্তটি বতিল করার অনুরোধ জানায়। [সহীহ বুখারী, শর্তাবলী অধ্যায়, হাঃ ২৫৪৭ (ইফা)]

সুতরাং কাফিরদের অর্থনীতি ধ্বংস করা, অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত কয়া যায় এবং এতে মুসলমানদের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। ইসলামের ইতিহাস দেখলে বুঝা যায়, মহান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের অর্থনীতি শক্তিশালী করেছেন কাফিরদের থেকে প্রাপ্ত গণিমত থেকে। সারিয়্যা খাররার, গাজওয়া আবওয়া, গাজওয়া বুয়াত, গাজওয়া যিল উশাইরা, সারিয়্যা নাখলাহ ইত্যাদি অভিযান ছিল মূলত কাফিরদের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করে মুসলিমদের অর্থনীতি সবল করা। বদরের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত কাফিরদের কাফেলা আক্রমণ করে তাদের মালামাল, সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া। তাছাড়া রাসুল (স), খুলাফায়ে রাশেদাগণ (রা) অনেক অর্থনৈতিক অভিযান পরিচালনা করেছেন কাফিরদের বিরুদ্ধে।

৩৯৮ হিজরি সনে সুলতান মাহমুদ গজনভী (রহ) ভারতীয় সৈন্যসহ রাজা আনন্দপালের সাথে যুদ্ধ করে অসংখ্য জহরত এবং নয়শ মিলিয়ন শাহী দিনার অর্জন করেন"। ৪০০ হিজরি সনেও সুলতান একই ভূমিকা পালন করেন, ভারত আক্রমণ করে প্রচুর সম্পদ লাভ করেন। ৪০৭ হিজরি সনে সুলতান মাহমুদ অন্যতম সুরক্ষিত একটি দুর্গে অভিযান পরিচালনা করেন। তারা এ দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক মূর্তি রাখে যার মাঝে পাঁচটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত, দামীয় মনি পাথর খচিত। তাতে স্বর্ণের মূল্যমান ছিল মোট ৬৯০৩০০ দিনার। সুলতানের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়; মূর্তি ধ্বংসের ক্ষেত্রে-যার প্রভাব ছিল ব্যাপক, ৪১৬ হিজরি সনে সংঘটিত হয়, যখন তিনি সোমনাথ নামক পৌত্তলিক ভারতীয়দের প্রধান মূর্তি ধ্বংস করেন। মুসলিমগণ এই যুদ্ধে এত গানিমাহ লাভ করে যে, জিহাদের পথে তাদের যে ব্যয় হয় তার ক্ষতি পূরণ আদায় হয়, এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য বিশেষ নেয়ামত। ইবনুল আছির বলেন, "এই ঘর সমূহে বিদ্যমান সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিশ মিলিয়ন দিনারের অধিক এবং তা সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়। যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের অধিক"। [ইমাম ইবনুল আছীর রহঃ রচিত "আল কামিল"] আর মুহাম্মাদ বিন কাসিম (রহ) এর ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং গণিমত লাভের ইতিহাসও আমাদের অজানা নয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ) বলেন, যেহেতু প্রতিটি কাফিরের মাঝে রয়েছে কুফর ও মুহারাবাহ (যুদ্ধংদেহিতা); তাই তাকে দাসে পরিণত করা যেমন জায়েজ তেমনি জায়েজ তাকে হত্যা করা। [মাজমু আল ফাতওয়া] ইমাম শাফেয়ী (রহ) কাফিরের রক্ত প্রবাহের নিষেধাজ্ঞার (ইসমাহ) ব্যাপারে বলেন, আল্লাহ কাফিরের জান, মাল হালাল করেছেন, যদি না তারা জিজিয়া দেয় বা তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আহদুল আমান (নিরাপত্তা চুক্তি) প্রদান করা হয়। [কিতাব আল উম্ম] দারুল হারবে প্রবেশকারী মুসলিম সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন: "একই ভাবে, যদি সে তাদেরকে বা তাদের সন্তানদেরকে অপহরণ করে বা তাদেরকে কোন উপায়ে আয়ত্তে আনতে পারে, তাহলে হারবি কুফফারের জান ও মাল মুসলিমদের জন্য হালাল। তাই তারা যদি তাদের শরয়ীভাবে আটক করে তাহলে তাদের মালিকানা তার (মুসলিমের)।" [মাজমু আল-ফাতওয়া]

আবু ইউসুফ বলেন, "তাদের দুর্গ আগুনে পুড়িয়ে দেয়ায়, তাদেরকে বন্যায় ভাসিয়ে দেয়ায়, তাদের উপর থেকে ধ্বংস করায়, তাদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাবহার করায় কোন সমস্যা নেই, কারণ তিনি বলেন, তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। [আল-হাশর: ২] এবং এর সব কিছুই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত যার মধ্যে রয়েছে শত্রুকে পরাভূত করা, দমন করা ও আক্রমণ করা, আর কারণ সম্পদের হুরমাহ (অলঙ্ঘনীয়তা) এর মালিকের অনুরূপ, যেখানে কুফফার জানের কোন হুরমাহ নেই সেখানে তাদের মালের হুরমাহর প্রশ্ন কিভাবে আসে?" [বাদাই আস-সানাই]

দারুল হারব বা দারুল কুফর (যে ভূমি আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত হয় না) হল ইবাহাহ'র ভূমি অর্থাৎ যে ভূমির অধিবাসীদের জান ও মাল হালাল। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, (দারুল হারব এর) ভূমি (মুসলমানের জন্য সেখানকার কুফফারদের জান, মাল হরন করা) জায়েজ, কারন তা শিরকের ভূমি। [কিতাব আল উম্ম] আল্লামা আবু বকর জাশসাস (রহ) বলেন, দারুল হারবের সম্পদের বৈধ দখলদার নেই, কারন তা ইবাহাহ'র ভূমি; এর অধিবাসীদের জান ও মাল হালাল। [আহকামুল কুরআন] ইবনে আবী যাঈদ আল কাইরাওয়ানী আল মালিকী বলেন, সাহনুম বলেন, দারুল হারবের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জন্য যে কাউকে হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া জায়িজ। [আন নাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত]

আর ইহতিতাব বা তালাসসুস হল কুফফারের কাছ থেকে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে আহরিত সম্পদ এবং এই সম্পদ হালাল হবে যদি কেউ তাদেরকে (কুফফারকে) সুনির্দিষ্টভাবে নিরাপত্তার গ্যারান্টি না দেয়। আল্লাহ বলেন, "আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন"। [আত-তালাক: ২] সালিম বলেন, এই আয়াত কষ্টকর পরিস্থিতির স্বীকার আশজা [গোত্রের] এক লোকের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়, সেই লোক নবী (স) কাছে এসেছিলেন যিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর।' সে ফিরে গেল এবং জানতে পারল তার শত্রুদের হাতে বন্দী ছেলেকে আল্লাহ মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছেন এবং সে [পালিয়ে আসার সময়] তাদের কিছু ছাগল নিয়ে এসেছে। তারপর তার ছেলে রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে গিয়ে তা জানাল এবং জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি ঠিক করেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)?' তিনি (স) উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। [জামি'উল বায়ান ফি তাওয়িলুল

কুরআন, তাফসীর ইবনে কাসীর] ইহতিতাব বা তালাসসুস এর জায়েজ হবার ব্যাপারে আলিমদের মাঝে সত্যিকারের কোন ইখতিলাফ (মতভেদ) নেই। কিন্তু এটা কি গাণীমাহ নাকি কেবল হালাল আয় হিসেবে গণ্য হবে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইহতিতাবের সম্পদ থেকে খুমুসের ব্যাপারে উলামার মতঃ তালাসসুস হল ইমামের অনুমতিসহ বা ছাড়াই সংগঠিত আক্রমণ, যা হতে পারে বলিষ্ঠ বাহিনী সহকারে বা ছাড়াই। তালাসসুস আবার আক্রমণ ছাড়াও হতে পারে, যেমন বন্দী ব্যক্তির মুক্তির পরে চালানো তালাসসুস, বা কোন ব্যবসায়ী [টাকা নেওয়ার পর] মাল সরবরাহ না করা। দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারীগণ তালাসসুস করতে পারেন। বিভিন্ন ধরণের তালাসসুসের মধ্যে কোন গুলোর খুমুস [অর্জিত মাল থেকে প্রদেয় এক পঞ্চমাংশ] দেয়া বাধ্যতামূলক উলামা তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। খুমুস প্রদেয় হবার ব্যাপারে বেশির ভাগ উলামার মতে ইমামের অনুমতির কোন ভূমিকা নেই, তাদের মতে, ইমামের অনুমতিসহ বা ছাড়া দারুল কুফর থেকে আহরিত সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রেই খুমুস প্রযোজ্য হবে। ইমাম আল-বাগ্বাওয়ী আশ-শাফী বলেন, “ইমামের অনুমতি ব্যতীত আক্রমণ করা অপছন্দনীয়, কারণ তার অনুমতিক্রমে পরিচালিত আক্রমণে তিনি হয়ত তাদের জন্য সাহায্য পাঠাতেন। তাই তার অনুমতিবিহীন পরিচালিত আক্রমণে আহরিত গাণীমাহ’য় খুমুস প্রদেয়।” [আত-তাযিব ফি ফিকহুল ইমাম আশ-শাফী] আবু মুহাম্মাদ আল সা’লাবি আল বাগদাদী আল মালিকি বলেন, “কেউ যদি সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে দারুল কুফরে একাকী প্রবেশ করেন এবং গাণীমাহ আহরণ করেন, তা থেকে খুমুস প্রদান করতে হবে, আর ইমাম মালিক ইমামের অনুমতিসহ বা ছাড়াই উভয় ক্ষেত্রেই খুমুস প্রদেয় বলে মনে করতেন।” [উইয়ুনুল মাসাইল, আল-কাদী আবদুল ওহহাব আল মালিকী] এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, আর এটা ইমাম আহমদের অন্যতম মত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও হানাফী উলামাগনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

হারবী কুফফরাদের থেকে আহরিত মালের বণ্টনঃ আল্লাহ বলেন, আর জেনে রাখ যে, কোন বস্তু, সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গাণীমাহ হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয় স্বজনের জন্য এবং এতীম, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। [আনফাল: ৪১] সুতরাং, গাণীমাহ’র চার পঞ্চমাংশ মুজাহিদিনের জন্য যারা তা আহরণ করেন, বাকী এক পঞ্চমাংশ সূরা আনফালের গানীমাহ’র আয়াতে উল্লেখিত লোকদের জন্য। ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহ (স) খুমুস পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন” মানে বাকী এক পঞ্চমাংশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হত। ইমাম আহমাদ বলেন, “খুমুসের এক ভাগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, এক ভাগ রাসূলুল্লাহ (স) এর বনু হাসিম ও বনু মুত্তালিবের অন্তর্ভুক্ত নিকটাত্মীয়দের জন্য কারণ তিনি এই দুই গোত্রের বাইরে অন্য কাউকে এই খাত থেকে অংশ দিতেন না, আরেক ভাগ ইয়াতিমদের জন্য, আরেক ভাগ অভাবী দের জন্য এবং শেষ ভাগ মুসাফিরদের জন্য।” [মাসায়েল আহমাদ ইবনে হাম্বল, রেওয়াত ইবনিহি আব্দিল্লাহ]

অতএব, কাফিরদের অর্থনীতিকে টার্গেট করুন; হোক আসলি কাফির কিংবা মুরতাদ। আমাদের এখানে তাদের কারও সাথে কোন চুক্তি নেই। ফলে তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল। ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিয়া, কাদিয়ানী, বাহাই, মাজার, কবর ও পীর পুজারী, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং তদ্রূপ ধরমনিরপেক্ষতাবাদী, জাতীয়তাবাদী দলসমূহ, এনজিও, ব্যাংক, নাস্তিক, মুরতাদ, ত্বগুত সরকারের কর্মচারী, কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বাহিনী, এদের অর্থনীতির ছক কষুন। তাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠান, দোকান, ঘর বাড়ি আক্রমণ করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তা আপনার রিযিকে পরিণত করুন; কিংবা বিনষ্ট করে তাদের ক্ষতি সাধন করুন। আর এতে অর্জিত রিযিকই সর্বোত্তম রিযিক, যা ছিল রাসুল (স) এর রিযিক।

